সংবাদ

তারিখ 07 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি চর্চা এবং দৈন্যদশা

দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন তোলার সময় মূল বেতনের শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। থানা হিসাব কর্মকর্তা অফিসে প্রতি মাসে ঘুষ দিয়ে শিক্ষকরা তাদের বেতন তোলেন। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত এক জরিপের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসের আর্থিক সহায়তায় ৩ মাস ধরে মাঠ পর্যায়ে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষা খাতেও ঘুষ কিভাবে প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে এটি তারই ছোট্ট একটি নিদর্শন মাত্র। প্রতি মাসে হিসাব কর্মকর্তা অফিস ঘুষের মাধ্যমে যে টাকা আদায় করা হয়, তা কিভাবে, কার কার কাছে বণ্টন করা হয় তার বিবরণ জরিপ রিপোর্টে নেই। তবে এসবের 'বেনেফিসিয়ারি' যে অনেক উঁচু পর্যায়েও আছে তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরে এমপিওভুক্তি থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব নিয়োগেই ঘুষের রেট বর্তমান সরকারের আমলে নাকি অনেক বেড়ে গেছে। সর্বস্তরে দুর্নীতি চর্চার ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই কলুষিত হয়ে পড়েছে। শুধু শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নন, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরাও দুর্নীতির ছবক পাচ্ছে।

এ জরিপ থেকে অন্য যেসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে, সেগুলো দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দৈন্যদশার প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশে প্রথমবারের মতো পরিচালিত এ জরিপে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি, বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, শূন্যপদ ও অবকাঠামোর বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। চিত্রটি আমাদের শিক্ষানুরাগীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকবে। জরিপের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে বলা হয়, দেশের সরকারি বিদ্যালয়ের শতকরা ৭০ ভাগ প্রধান শিক্ষকের এবং শতকরা ৩০ ভাগ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি। দেশের সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শতকরা ২৮ ভাগ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা শতকরা ৯ ভাগ অনুপস্থিত থাকেন। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষকদের শতকরা ১৬ ভাগ সরকারি বিদ্যালয়ে এবং ১১ ভাগ বেসরকারি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। প্রসঙ্গত, জরিপটি করা হয়েছিল ৮টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের ভিত্তিতে ২২৩টি প্রতিষ্ঠানে দৈবচয়নের মাধ্যমে। এসব বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধার একটি নিদর্শন হলো, গড়ে ১৮৬ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একটি টয়লেট।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি বিদ্যালয়েই শিক্ষকের ঘাটতির জন্য পাবলিক পরীক্ষার ফল খারাপ হয়। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের প্রতিশ্রুতি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটাও তাই। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে খারাপ ফলের জন্য সরকারই আবার বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পর্যাপ্ত না থাকার পরও রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার অনেক নজির আছে। এগুলোর বেশিরভাগই আবার মাদ্রাসা। সব মিলিয়ে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি চর্চা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

শিক্ষকদের বেতনে ভাগ বসানো থেকে শুরু করে সর্বস্তরে ঘুষ অনেকদিন থেকেই 'ওপেন সিক্রেট'। এসব কাজ রেখে-ঢেকে করা হয় না। নিয়োগ-বদলিতে যে পরিমাণ ঘুষ আদান-প্রদান হয় তাতে স্থানীয় প্রভাবশালী তদবিরকারীরাও ভাগ বসান। বিএনপি-জামাত সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তাদের আমলেই সর্বত্র ঘুষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা খাতও রাদ যাচ্ছে না। এ খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের ভয়ানক দিকটি হলো, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ঘুষ প্রথা জানতে পারছে এবং এটিকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই হয়তো তারা মনে করতে থাকবে। সরকারও কি তা চায়?